কাঁথির ভবঘুরেদের আশাভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রদীপবাবুরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ এক কালের রক্তের সম্পর্কের মানুষেরাও এখন আর ওদের খোঁজ রাখে না। বাড়ির চাল চুলো নেই। তাই রাস্তার যেখানে, সেখানে, দোকান-বাড়ির বারান্দাই এদের আশ্রয়স্থল। সেই সব হারানো মানুষগুলোর কাছে গভীর রাতটা এখন কেমন উজ্জ্বল। সেই মানুষগুলো মানে ওরা ভবঘুরের দল। এদের মধ্যে কেউ শারীরিক তো কেউ মানসিক প্রতিবন্ধী। আর এর তার কাছে চেয়ে চিনতে যা পাওয়া যায় সেটাই ছিল ওদের মানে ভবঘুরেদের উদর পূর্তির একমাত্র সহায়। সেই তারা দিনের প্রবল প্রতাপ সূর্যের কিরনেও পেট পুরে খাবার পায় না। অথচ রাত নামলেই, গভীররা বাড়লে তাদের কাছে পৌঁছায় ভাত-ডাল-মাছ-সব্জী। সাথে ভালোবাসার উষ্ণতা। গত ১ তারিখ থেকে সব হারানো এই মানুষগুলোর দিন যাপনের চিত্রটা বদলে গেছে একদল যুবকের হাত ধরে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত

ঘুরে বেড়ায় কয়েকজন যুবক। বাড়ির এক চিলতে বারান্দা, গুমটি দোকানের পিছনে, বাসস্ট্যান্ডের প্রতীক্ষালয়ে এদের অপেক্ষায় থাকেন কয়েকজন। সন্দেহজনক মনে করে প্রথম দুই-এক দিন রাতে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলেন্টিয়ার, পুলিশ কর্মীরা পিছু নিলেও অচীরে সেই ভুল ভাঙ্গতে বেশি সময় লাগেনি। কারণ, এরা প্রতিদিন রাতে প্রতিবন্ধী, ভবঘুরে, মানসিক ভাবে অসুস্থ, দুঃস্থ, আশ্রয়হীন বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য ভালো-মন্দ খাবারের ডালি নিয়ে ছুটে আসা জীব সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত কিছু যুবক। এদের মধ্যে কয়েক জন ব্যবসা, চাকুরী করলেও বেশির ভাগের মাথা থেকে বেকারের স্ট্যাম্প এখনো উঠেনি। কিন্তু তাই বলে মানুষের জন্য কিছু করার, বিশেষ করে এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে বাধা কোথায় প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন প্রদীপ মাইতি, প্রহ্লাদ মাইতি, রনি পয়ড়া, বাবু নায়েক, দেবু মাইতি প্রমুখ রামপুরের বাসিন্দারা। আচমকা ভবঘুরেদের নিয়ে এই উদ্যোগ কেন জানতে চাওয়ায় এই প্রচেষ্টার অন্যতম হোতা প্রদীপ মাইতি জানিয়েছেন, নেপথ্যে রয়েছে একটা গল্প। জানিয়েছেন, রামপুরে বাড়ি থাকলেও কর্মসূত্রে তিনি কলকাতায় থাকেন। রাসবিহারীতে একটা নার্সিং সেন্টার আছে প্রদীপ বাবুর। জানান একদিন রাতের বাসে বাড়ি ফেরার সময় এক বৃদ্ধা কিছু খেতে চান। বিস্কুটের প্যাকেট দিলাম। কিন্তু মনে হল, বৃদ্ধার পেট ভরলো না। চার পিস রুটি ও সব্জি কিনে দিতেই প্রায় নিমেষেই সেটা খেয়ে ফেলেন সেই বৃদ্ধা। সেই বৃদ্ধার কথা ভাবতে ভাবতেই প্রদীপবাবুর মাথায় একটা সংস্থা তৈরির ভাবনা আসে। জুটে যান কয়েকজন যুবক এবং আরও কয়েকজন সহৃদয়। শুধু কাঁথি নয়। কলকাতাতেও চালু হয়েছে এই উদ্যোগ।

নিজেরা চাঁদা দিয়েই তাঁরা আপাতত প্রতিবন্ধী, ভবঘুরে, আশ্রয়হীনদের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন। জানিয়েছেন, বর্ষা ও শীতকালে একটু সমস্যা হবে। প্রহ্লাদ মাইতিরা জানিয়েছেন, রাতে অনেক সময় টহলরত পুলিশ ভুল বুঝে সন্দেহবশত জেরা করে। যখন দেখে আমরা খাওয়ার দিচ্ছি, তখন বাহবা দেন। কেউ কেউ বুকে জড়িয়ে ধরেন। জানিয়েছেন, এর মধ্যেও আনন্দে চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। গভীর রাতে অসহায় মানুষগুলো একটু ভাত-ডাল-সব্জী পেয়ে সজল চোখে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন, তখন সব কষ্ট ভুলে যাই। সেই অসহায় মুখগুলো আমাদের প্রতিদিনের প্রেরণা। এই সংস্থার এক সদস্য দেবু মাইতি জানিয়েছেন, দিনে কম করে খাওয়ার দেওয়ার কথা আমরা ভেবেছি। সকালে বেশির ভাগ সদস্যদের পাওয়া দুষ্কর। তাই আপাতত রাতেই এদের খাওনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এক সদস্য সুভাষ নায়ক জানালেন, অসহায় মানুষগুলো দিনে নিজের খেয়াল খুশি মত অন্য জায়গায় চলে যায়। আবার বাসস্ট্যান্ডের প্রতীক্ষালয় কিংবা বাড়ির খোলা বারান্দায় রাত কাটানো মানুষগুলোকে দিনের আলো ফোটার আগেই ছেড়ে দিতে হয় সেই জায়গা। ফলে খাবার দিতে হয় রাতেই। জীব সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত রামপুর বিবেকানন্দ কেন্দ্রের জন্য বিশেষ সদস্যের হাত ধরে প্রায় ১৫-২০ জন ভবঘুরের কাছে দিনের থেকেও রাতটা বড় আপন।

স্মার্টফোনের যুগে হারিয়ে যাচ্ছে দিঘার বীচ ফটোগ্রাফাররা

তুহিন শুভ্র আগুয়ান, দিঘা

বদলাচ্ছে বাংলা। আধুনিক ধাঁচে সেজে উঠেছে বঙ্গভূমি। আর এই আধুনিকতার ছোঁয়াতেই হারিয়ে যাচ্ছে দিঘার বীচ ফটোগ্রাফাররা। এমন একটা সময় ছিল যখন বীচ ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ঝলকানিতে ভরে উঠত সমুদ্র প্রাঙ্গণ। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক যুগের স্মার্টফোনের দৌলতে হারিয়ে যাচ্ছে এই সকল বীচ ফটোগ্রাফারেরা। এখন আট থেকে আশি প্রায় সকলেই হাতেই এক বিশাল আকৃতির স্মার্টফোনের দৌলতে হারিয়ে যাচ্ছে এইসকল বীচ ফটোগ্রাফাররা। আজ তাদের স্থান শুধুই স্মৃতির মণিকোঠায়। ফলে সংসারের হাল ধরতে হিমসিম খাচ্ছেন এইসকল বীচ ফটোগ্রাফারেরা। আগে দিনে প্রায় ৯০০-১০০০ পিস ছবি বিক্রি হত। কিন্তু আজ তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯০-১০০টি। তাও আবার কোনো দিন হয় কিম্বা হয় না। ফলে এখন এই পরিস্থিতিতে ফটোগ্রাফির পেশা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন এই সকল বিলুপ্ত ফটোগ্রাফারেরা। একসময় এই পেশার দ্বারাই লাভের খাতায় নাম লেখাতে বীচ ফটোগ্রাফাররা। কিন্তু আজ তা ক্ষতিতে ঠেকেছে। আগে সমুদ্রে স্নানের সময় সবাই এই সকল বীচ ফটোগ্রাফাদের কাছে ছবি তুলে নিজেদের স্মৃতি বাঁধিয়ে রাখত। কিন্তু এখন এই স্মার্ট ফোনের দাপটে কমহারা বীচ ফটোগ্রাফাররা। দিঘা হল ভারতের এক অন্যতম সমুদ্র সৈকত। দিঘার প্রকৃত নাম বীরকুল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আবিষ্কৃত হয়। ভাইসরয় ওয়ারেন্ট হেস্টিংসের লেখা একটি চিঠিতে এটিকে 'প্যাচার ব্রাইটন' বলে উল্লেখিত করেন। ১৯২৩ সালে জন ফ্রাঙ্ক স্মিথ নামে এক ব্রিটিশ ভ্রমণকারি এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করেন। তাঁর লেখালেখির ফলে দিঘা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। এরপর তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়কে এখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলেন। সেই থেকেই দিঘা মানুষের মনের কোণে স্থান করে নিয়েছে। আর মানুষ ভ্রমণ করতে আসেন এই দিঘাতে। দিঘা আগের থেকে বর্তমানে বহু আধুনিক সজ্জায় সেজে উঠেছে। কিন্তু স্মার্টফোনের দৌলতে কর্মচ্যুত হচ্ছেন দিঘার বীচ ফটোগ্রাফাররা। স্নানের সময় কেউ নিজেদের সেলফি তুলছেন, আবার কেউবা প্রকৃতির সৌন্দর্য। বহু পর্যটক এইভাবে স্নানের সময় সেলফি তুলতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে যান। তবুও অসতর্ক পর্যটকরা। ফলে বীচ ফটোগ্রাফারদের বাঞ্ছিত করতে গিয়ে পর্যটকরা নিজেরাই বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলে পর্যটকরা সতর্ক হলে বাঁচবে নিজেরা এবং বীচ ফটোগ্রাফাররা। আর কর্মহারা বীচ ফটোগ্রাফাররা আবার কর্ম ফিরে পাবেন। হাসবে বীচ ফটোগ্রাফার ও পর্যটক উভয়েই।

প্রদীপ ফেরি করা পরিবারে আলো জ্বালালো দুই বোন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ যেন জ্বলে উঠল গরীবের সংসারে। নিজের হাতে পেতলের প্রদীপ তৈরি করে বাজারে বিক্রি করতেন ঘাটাল মহকুমার গোপমহল গ্রামের হীরালাল বাউড়। তারই মেয়ে হেমলাতা বাউড় উচ্চ মাধ্যমিকে রেকর্ড নম্বর পেয়ে আলাদীনের প্রদীপের মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হীরালাল বাবুর ভাই পান্নালাল বাউড় সংসারের অভাব মেটাতে অটো চালকের কাজ করেন। তাঁর মেয়ে স্বর্ণলতা বাউড়ও পেয়েছে রেকর্ড নম্বর। দুই বোনের অভাবনীয় সাফল্যে খুশি গোটা এলাকা। হীরালাল বাবুদের পাঁচ ভাইয়ের যৌথ সংসার। সংসারে অভাব অনটন মেটাতে এধরনের কাজ করেন সকলেই। বাড়ির দুই মেয়ে হেমলতা ও স্বর্ণলতা একই সাথে পড়াশুনা করে। একসাথে দুই পড়ত খাজানুড় ইউনিয়ন হাইস্কুলে। পড়াশুনা থেকে খেলাধূলা একসাথে করে থাকে দুই বোন। হেমলতার কথায় আমরা দুই বোন বন্ধুর মত থাকি। স্কুল টিউশন এমনকি বাড়ির পড়াও করেছি একসাথেই। দুজনের সবসময় আলোচনার মাধ্যমে পড়াশুনা করতাম। উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়ার পর ভাবনিন এত ভালো ফল হবে। রেজাল্ট বের হতে দেখা যায় হেমলতা পেয়েছে ৪৫২ আর স্বর্ণলতা পেয়েছে ৪৫২ নম্বর। বোনের থেকে ২ নম্বর কম পেয়েও কোনো হিংসা নেই স্বর্ণলতার মনে। স্বর্ণলতা বলে ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। আমাদের দুই বোনকে একসাথে আরও এগিয়ে যেতে হবে, পড়াশুনা করতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকে দুইজনই কলাবিভাগ নিয়ে পড়াশুনা করেছে। দুজনেরই পছন্দের বিষয় ইতিহাস সেই হিসাবে ইতিহাস নিয়ে ঘাটাল কলেজে পড়াশুনার জন্য আবেদন করেছে। একসঙ্গে কতদূর পড়াশুনা করতে চায় জানতে চাওয়াতে থমকে গেল স্বর্ণলতা। তারপর বলল জানিনা কতদূর পড়াশুনা চালাতে পারবো। আমাদের তো অভাবের সংসার, পড়াশোনার এত খরচ কোথা থেকে আসবে? তবে চোখে তাদের উজ্জ্বল দীপ্তি। এগিয়ে তাদের যেতেই হবে। অপরের ঘরে আলো জ্বালাতে যে পরিবার প্রদীপ ফেরি করে বেড়ায় সে পরিবারে জ্বলে ওঠা প্রদীপ কি নিভতে পারে? সে যে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ।

শ্মশানকালীর পুজোয় মেতেছে শ্রীনগর

মানবেন্দ্র পাল, রামজীবনপুর ঃ পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার শ্রীনগর। দীর্ঘ ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্মশান কালীরপুজো। স্বভাবতই এলাকা জুড়ে উৎসবের মেজাজ। গোটা এলাকা জুড়ে সেজে উঠেছে আলোক মালায়। বাজনা বাদ্যির সাথে শঙ্খধ্বনি মিলিয়ে এলাকার কয়েক হাজার মানুষ আজ সামিল হয়েছে শ্মশান কালীর পুজোয়। এই শ্মশান কালী দেবীর পুজো প্রায় ২৫০ বছর আগে শুরু হয়েছিল শ্রীনগরের রথতলা এলাকায়। শোনা যায় সেই সময় এলাকায় ব্যাপক হারে কলেরা রোগের পাদুর্ভাব হয়েছিল। মহামারী আকার ধারণ করেছিল এই কলেরা। রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে এলাকার মানুষ রথতলা এলাকায় শ্মশান কালী দেবীর পুজো শুরু করে। তারপর থেকেই ১২ বছর অন্তর মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হতে থাকে শ্মশান কালীর পুজো। আনুমানিক ১০০ বছর আগে এই পুজো নিয়ে এলাকা বাসীদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হয়। তারপর পুজো কমিটি থেকে বিভক্ত হয়ে এক অংশের মানুষ দেবীকে নবরূপে ভেনো পুকুরের উত্তর পাড়ে পঞ্চমুণ্ডি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ১৪০৩ সালে দেবীর মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১২ বছর ছাড়া দেবীর মহাপুজো অনুষ্ঠিত হলেও প্রতি বছরই ৯ আষাঢ় দেবীর বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এবারের পুজো উপলক্ষ্যে ১ বৎসর আগে মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেবীর মাটি উত্তোলন। শ্মশান কালীর পুজো উপলক্ষ্যে আজ এলাকার ৭টি শীতলা মন্দিরেও পুজো দেওয়া হবে। রাতে অনুষ্ঠিত হবে আতশ বাজির প্রদর্শন। পুজো শেষে দেবীর দোলা গোট গ্রাম অতিক্রম করবে। পুজো উপলক্ষ্যে ব্যান্ড-বাজনা, ঢাক, ঢোল, ব্যাণ্ড, তাসা সহ পানেরো দল বাজনা রয়েছে। পুজোকে ঘিরে বসেছে বিরাট মেলা। প্রায় পাঁচদিন ধরে চলবে এই মেলা। পুজোর পর চারদিন রাতে রয়েছে যাত্রা সহ নানান বিচিত্রা অনুষ্ঠান। পুজো কমিটির সম্পাদক সুজিত রায় বলেন, বিগত বারের পুজোগুলির তুলনায় এবারের পুজো অনুষ্ঠান অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পুজোকে কেন্দ্র করে প্রায় ১৫-২০ হাজার মানুষের সমাগম হবে বলে মনে করেছে পুজো কমিটি। কমিটির অন্যতম সদস্য শান্তনু পান বলেন, প্রচুর মানুষের সমাগমে যাতে কোনো রকম অশান্তি না হয় তার জন্য পুলিশ প্রশাসন মজুত থাকবে, পাশাপাশি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরাও উপস্থিত থাকবে।

কলকাতা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি থেকে ২ কুইন্টাল গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ একটি ছোট প্রাইভেট গাড়ি উড়িষ্যা থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে বেলদার কালিবাগিচার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খালে উল্টে যায়। আর এই দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ির পেছনের বনেট খুলতেই পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। গাড়ির ভেতরে রয়েছে মাদক ভর্তি একাধিক প্যাকেট। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানার অন্তর্গত কালিবাগিচা এলাকায় ৬০নং জাতীয় সড়কের উপর। গাড়ির মধ্যে থাকা দুজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়। কিন্তু স্থানীয় মানুষজন তাঁদের উদ্ধার করতে গিয়ে দেখতে পায় গাড়ির মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা। এরপরই পুলিশে খবর দেন তাঁরা। খবর পেয়ে বেলদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত দুজনকে আটক করে হাসপাতালে পাঠায় চিকিৎসার জন্য। গাড়িটির ভেতর থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে ৪৪ প্যাকেট গাঁজা। যার আনুমানিক ওজন প্রায় ২ কুইন্টাল ৬ কেজি।

ময়নায় চল্লিশ জন মহিলাকে ১০টি করে হাঁসের বাচ্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না ব্লকের কিয়ারানা এলাকায় মহিলাদের নিয়ে ময়না ব্লকের প্রাণী দফতরের উদ্যোগে হয়ে গেল একটি চাষের প্রশিক্ষণ শিবির। সেইসঙ্গে চল্লিশ জন মহিলাকে ১০টি করে হাঁসের বাচ্চা তুলে দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী দফতরের তরফ থেকে। এই দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ময়না ব্লকের বি এল ডি ও স্বর্ণ কমল রায়, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অশোক কুমার পাইক সহ বিশিষ্টরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাঁস চাষ করে কম খরচে বেশি ডিম উৎপাদন করে বাড়ির মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে, সেই জন্যই সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানালেন সরকারি আধিকারিক।

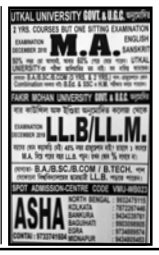

স্বামী ছেড়ে যাওয়ায় সুবিচারের আশায় অন্তঃসত্বা যুবতী, প্রহার যুবককে

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোণা ঃ চন্দ্রকোণা পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের গোলকধামপুরে বাড়ি বছর আঠারোর যুবতীকে বিয়ের কিছুদিন পরেই ছেড়ে গিয়েছিল তার স্বামী। অন্তঃসত্বা হয়ে পড়লেও সে আর ফিরে আসেনি। শাঁখা, সিঁদুর পরে অন্তঃসত্বা যুবতী এখন গৃহহীন। সুবিচারের আশায় দ্বারস্থ হয়েছেন পুলিশের। ছেলেবেলাতেই মৃত্যু হয় মা-বাবার। অন্যের বাড়িতে কাজ করে পেট চলত তাঁর। কয়েকবছর আগে দাসপুর থানার সিঙ্গাঘাই গ্রামের যুবক প্রদীপ বাগের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। প্রদীপ বিবাহিত। এক সন্তানের বাবাও। কিন্তু, সেই কথা লুকিয়ে ওই যুবতীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক চালিয়ে যায় প্রদীপ। আশ্রয়স্থান বলতে ছিল কাকার বাড়ি। সম্প্রতি ইলামবাজারের বাসিন্দা ঝুমা বেহেরা নামে এক মহিলাই যুবতী ও প্রদীপের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই বাবদ ১০ হাজার টাকা নেয়। এরপর তিনি প্রদীপ ও যুবতীকে রাখেন চন্দ্রকোণা থানার আন্তর্গত খিরাটি ভৈরবপুরে নিজের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে থাকার সময় গর্ভবতী হয়ে পড়ে যুবতী। বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও রেজিস্ট্রির ব্যবস্থা না হওয়ায় ঝুমা বেহারার কাছে জানতে চায় যুবতী। কিন্তু, তা এড়িয়ে যান তিনি। সেখানে থাকাকালীন যুবতী জানতে পারে প্রদীপ বিবাহিত। তার এক সন্তানও আছে। যুবতীর অভিযোগ, প্রদীপ আবার বিয়ে করেছে। এই খবর পেয়ে চন্দ্রকোণায় এসে ছেলেকে মারধর করে তুলে নিয়ে যায় তার বাড়ির লোক। অন্যদিকে চম্পট দেন ঝুমা বেহারা।